

## নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

### পথিমধ্যের ঘটনাবলী (الواقعات في الطريق)

- (১) আববাস-এর সাথে সাক্ষাৎ(اللقاء مع العباس): মদীনা থেকে মক্কার পথে ১৮৭ কি. মি. দূরে জুহফা (الْجُحْفَة) বা তার কিছু পরে পোঁছে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় চাচা আববাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। যিনি পরিবার-পরিজনসহ মুসলমান হয়ে মদীনার পথে হিজরতে বের হয়েছিলেন। যদিও আববাস খায়বর বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, আববাস ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর বিশ্বস্ত চাচা। যিনি কুরায়েশদের খবরাখবর গোপনে তাঁকে সরবরাহ করতেন এবং আবু তালেবের পরে তিনিই ছিলেন মক্কায় দুর্বল মুসলমানদের প্রধান আশ্রয়স্থল।
- (২) চাচাতো ও ফুফাতো ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ(اللقاء مع الأخوين من العم والعمة) : মদীনা থেকে দক্ষিণে মক্কার পথে ২৫০ কি. মি. দূরে আবওয়া (الْأَبُورَاء), যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর মা আমেনার কবর রয়েছে- সেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচাতো ভাই ও দুধ ভাই আবু সুফিয়ান মুগীরাহ ইবনুল হারেছ বিন আবুল মুত্ত্বালিব এবং ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া বিন মুগীরাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার বিমাতা ভাই ছিলেন। তাদের সম্পর্কে উম্মে সালামা অনুরোধ করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাদের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই'। চাচাতো ভাই মক্কায় আমার সম্মান বিনষ্ট করেছে এবং ফুফাতো ভাই মক্কায় আমার সম্পর্কে নানারূপ কুৎসা রটনা করেছে'। অতঃপর এ খবর জানতে পেরে তারা বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! হয় আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিবেন, না হয় আমরা আমাদের সন্তানাদি নিয়ে একদিকে চলে যাব। অতঃপর ক্ষুধায়-তৃষ্কায় মারা যাব'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্তর নরম হ'ল এবং তাদেরকে অনুমতি দিলেন' (অতঃপর তারা ইসলাম কবুল করলেন)।[1]

আন্যদিকে হযরত আলী (রাঃ) আবু সুফিয়ান মুগীরাহ ইবনুল হারেছকে শিখিয়ে দিলেন যে, তুমি রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে গিয়ে সেই কথাগুলি বল, যা ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে বলেছিলেন المَا عَلَيْكُ 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে আমাদের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম' (ইউসুফ ১২/৯১)। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ তাই করলেন। আর সাথে সাথে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সেই জবাবই দিলেন, যা ইউসুফ (আঃ) তার ভাইদের দিয়েছিলেন- الرَّاحِمِيْنَ 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি হ'লেন দয়ালুদের সেরা দয়ালু' (ইউসুফ ১২/৯২)।

আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বড় চাচা হারেছ-এর পুত্র। তিনিও হালীমা সা'দিয়াহর দুধ পান করেছিলেন। সেকারণে রাসূল (ছাঃ) ছিলেন তার দুধ ভাই। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলে খুশীতে তিনি স্বতঃস্কূর্তভাবে নয় লাইনের একটি কবিতা পাঠ করেন। যার মধ্যে ৩য় লাইনে তিনি বলেন.



# هَدَاني هادٍ غيرُ نفسي ودَلَّني \* على الله مَنْ طَرَّدتُ كُلَّ مُطَرَّد

ত্থামার নফস ব্যতীত অন্য একজন পথপ্রদর্শক আমাকে পথ দেখিয়েছেন এবং আমাকে আল্লাহর পথের সন্ধান দিয়েছেন, যাকে সকল প্রকারের তিরন্ধারের মাধ্যমে আমি তাড়িয়ে দিতাম'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বুকে থাবা মেরে বললেন, হাাঁ وَكُنَّ الْكَانَّ الْكِنَّ الْكَانَّ الْكَانَّ الْكَانَّ الْكَانَّ وَكُنَّ الْكَانَّ وَكُنَّ الْكَانَ وَكُنَّ الْكَانَّ وَكُنَّ الْكَانَّ وَكُنَّ الْكَانَّ وَكُنَّ الْكَانَّ وَكُنْ اللهِ مَا نَطَقْتُ بِخَطِيبًة مُنْذُ أَسْلَمْتُ لَا مُعَالِية وَاللهِ مَا نَطَقَتُ بِخَطِيبًة مُنْذُ أَسْلَمْتُ (আমার জন্য তোমরা কেনে পর হেলের পর হেলের পর হেলের তাইর কসম। ইসলাম গ্রহণের পর হ'তে আমি কোন গোনাহের কথা বলিনে। তিনি কোনমতেই রাসূল (ছাঃ)-এর উটের লাগাম ছাড়েননি। তাঁর ছেলে জা'ফর হোনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দুই ছেলে জা'ফর ও আন্দুল্লাহ ছাহাবী ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে খুবই ভালবাসতেন এবং বলতেন, وَنُواللهِ مَا يَكُنُ لَ خَلْكُوْنَ خَلْكُوْل كَلَالهُ مَا نَطَقْتُ بِخَطِيبًة مُنْذُ أَسْلُمْتُ لَا مَا نَطَقْتُ بِخَطِيبًة مُنْذُ أَسْلُمْتُ (আমার জন্য তোমরা কেনে। মানু ত্বাম গ্রহণের পর হ'তে আমি কোন গোনাহের কথা বলিনি'।[3]

ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া, যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফু আতেকার পুত্র ছিলেন। ইনিই আবু ত্বালিবের মৃত্যুর সময় তাকে তার পিতৃধর্মের উপরে মৃত্যুর জন্য অন্যতম প্ররোচনা দানকারী ছিলেন। ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলেছিলেন, আমরা কখনোই তোমার উপরে ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিবে' (ইসরা ১৭/৯০)। অতঃপর আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেন এবং মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে তিনি ও আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ ইসলাম কবুলের উদ্দেশ্যে মদীনায় হিজরত করেন। পথিমধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং ইসলাম কবুল করেন।

প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর দুশমন থাকলেও ইসলাম গ্রহণের পর সর্বক্ষণ রাসূল (ছাঃ)-এর সহযোগী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মক্কা বিজয়, হোনায়েন যুদ্ধ ও ত্বায়েফ যুদ্ধে যোগদান করেন এবং ত্বায়েফে শক্রপক্ষের তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।[4]

(৩) মার্র্ক্য যাহরানে অবতরণ(النزول في مر الظهران): মক্কায় প্রবেশের আগের রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা থেকে ৩০ কি.মি. পূর্বে মার্ক্র্য যাহরান(مَرُّ الظَّهْرَانِ) উপত্যকায় অবতরণ করেন এবং প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে আগুন জ্বালাতে বলেন। তাতে সমগ্র উপত্যকা দশ হাযার অগ্নিপিন্ডের এক বিশাল আলোক নগরীতে পরিণত হয়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবকে তিনি পাহারাদার বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করেন।

মক্কাবাসীদের উপরে আসন্ন বিপদ আঁচ করে হযরত আববাস (রাঃ) অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি মনেপ্রাণে চাচ্ছিলেন যে, উপযুক্ত কোন লোক পেলে তিনি তাকে দিয়ে খবর পাঠাবেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই যেন কুরায়েশ নেতারা অনতিবিলম্বে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাদা খচ্চরের উপরে সওয়ার হয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়েন।

(৪) আবু সুফিয়ান গ্রেফতার(قبض أبي سفيان):



ভীত ও শংকিত কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান, হাকীম বিন হেযাম ও বনু খোযা আহ নেতা বুদাইল বিন ওয়ারকা মুসলমানদের খবর জানার জন্য রাত্রিতে ময়দানে বের হয়ে এসেছিলেন। তারা হঠাৎ গভীর রাতে দিগন্তব্যাপী আগুনের শিখা দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন ও একে অপরে নানারূপ আশংকার কথা বলাবলি করতে থাকেন। এমন সময় হয়রত আববাস (রাঃ) তাদের কণ্ঠস্বর চিনতে পারেন ও কাছে এসে বলেন, কি দেখছ, এগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেনাবাহিনীর জ্বালানো আগুন। একথা শুনে ভীত কম্পিত আবু সুফিয়ান বলে উঠলেন, الْحَيْلُةُ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ وَاللّهِ لَئِنْ ظَفِرَ بِكَ لَيَضْرِبَنَّ عُنْقَكَ, বললেন, তামার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হৌন- এখন বাঁচার উপায় কি? আববাস (রাঃ) বললেন, তামার দিবনা। অতএব এখুনি আমার খচ্চরের পিছনে উঠে বস এবং চলো রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে আমি তোমার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে আবু সুফিয়ান খচ্চরের পিছনে উঠে বসলেন এবং তার সাথী দু'জন ফিরে গেলেন।

রাসূল (ছাঃ)-এর তাঁবুতে পৌঁছার আগ পর্যন্ত সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর সাদা খচ্চর ও তাঁর চাচা আববাসকে দেখে সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়েছে। ওমরের নিকটে পৌঁছলে তিনি উঠে কাছে এলেন এবং পিছনে আবু সুফিয়ানকে দেখেই বলে উঠলেন, আঠু وَاللهِ 'আবু সুফিয়ান, আল্লাহর দুশমন! আলহামদুলিল্লাহ কোনরূপ চুক্তি ও অঙ্গীকার ছাড়াই আল্লাহ তোমাকে আমাদের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছেন'। বলেই তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর চাঁকুর দিকে চললেন। আববাস (রাঃ) বলেন, আমিও ক্রুত খচ্চর হাঁকিয়ে দিলাম এবং তার আগেই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছে গেলাম। অতঃপর তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। ইতিমধ্যে ওমর এসে পৌঁছলেন এবং বললেন, র্র্ বিক্রেট পৌঁছে গেলাম। অতঃপর তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। ইতিমধ্যে ওমর এসে পৌঁছলেন এবং বললেন, র্র্ বিহ্ন বিল্ গার্নান উড়িয়ে দেই'। আববাস (রাঃ) তখন রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, র্র্ বিশ্রুত তাঁর কানে কানে বললাম, রাসূল! আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি'। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে উঠে গিয়ে কানে কানে বললাম, রাম্ ভূা এরপর ওমর ও আববাসের মধ্যে কিছু বাক্য বিনিময় হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আববাস! একে আপনার তাঁবুতে নিয়ে যান। সকালে ওঁকে নিয়ে আমার কাছে আসুন'।

### (৫) আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ(إسلام أبي سفيان):



সঙ্গে সঙ্গে ধমকের সুরে আববাস (রাঃ) তাকে বললেন,أَوْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ, তাকে বললেন وَيُحَكُ أَسْلِمْ وَاشْهُدْ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ أَنْ تُصْرُبَ عُنُقُكَ (তামার ধ্বংস হৌক! গর্দান যাওয়ার পূর্বে ইসলাম কবুল কর এবং সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'। সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফিয়ান কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম কবুল করলেন।

আতঃপর হযরত আববাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ يُحِبُّ الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْنًا وَمَنْ الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْنًا وَمَنْ الْفَحْرة وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المِلْمُلِلهِ الله

#### ফুটনোট

- [1]. হাকেম হা/৪৩৫৯; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭২৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৪১; ইবনু হিশাম ২/৪০০, সনদ ছহীহ; ঐ তাহকীক ক্রমিক ১৬৬৪। উল্লেখ্য যে, হাফেয ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) এখানে উম্মে সালামা (রাঃ)-এর কথা উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, এটি হওয়া উচিৎ নয় যে, আপনার চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই ও শ্বশুরকুলের লোকেরা আপনার নিকট সবচেয়ে হতভাগ্য হবে (أَشْقَى النَّاسِ بِك) (যাদুল মা'আদ ৩/৩৫২, আর-রাহীক ৩৯৯ পৃঃ)। কথাটি ওয়াকেদী (২/৮১০) সূত্রবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন।
- [2]. হাকেম হা/৪৩৫৯; আলবানী, ফিরুহুস সীরাহ ৩৭৬ পৃঃ, সনদ হাসান।
- [3]. যাদুল মা'আদ ৩/৩৫২-৩৫৩; আল-ইছাবাহ, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ ক্রমিক ১০০২২।
- [4]. আল-ইছাবাহ, আবুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া ক্রমিক ৪৫৪৬।
- [5]. ইবনু হিশাম ২/৪০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৪১; মুসলিম হা/১৭৮০; আবুদাঊদ হা/৩০২১; মিশকাত হা/৬২১০।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5585

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন